জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৩ই চৈত্র বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 26th Mar. 1952 | ৪৪শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

কলিকাতায় ঢাকুরিয়া হ্রদের ধারে

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

—০—

আততায়ী হস্তে নিহত হইবার মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে (২৭শে জানুয়ারী ১৯৪৮) গান্ধীজী কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ গঠনবিধি রচনা করিয়া যান। তাহাতে তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিয়া একটি লোক-সেবক সংঘ গঠনের পরামর্শ দেন। যে সব নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে জাতির জনক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন, তাঁহার সমাধির উপর অশ্রুপাত করিয়া থাকেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্থির করেন যে এক আধটুক পরিবর্ত্তন করিয়া এই কংগ্রেসকে টিকাইয়া রাখা হইবে।

দুঃখ-দৈন্য জর্জ্জরিত পশ্চিম বাঙলার রাজধানীতে ঢাকুরিয়া হ্রদের ধারে মাত্র দুই দিনের অধিবেশনের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত মণ্ডপের মধ্যে পশ্চিম বাঙলা সরকারের খবরদারীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এবং কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির রাজসিক অধিবেশন হইয়া গেল।

রাজবাড়ীর উৎসবের দিন নগ্ন, ক্ষুধাতুর প্রজাবৃন্দের হাহাকার, যেমন সব জাঁকজমক সাজগোজকে ম্লান করিয়া দেয়, তেমনি দক্ষিণ কলিকাতার রাজপথে নানা শ্রেণীর বিক্ষুব্ধ জনতা তাহাদের বিক্ষোভের সমবেত চীৎকারে যেন বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। অধিবেশন স্থল হইল ঢাকুরিয়ার লেকের পারে কিন্তু দেশপ্রিয় পার্কের নিকট এই সকল অভিযানকে সভাস্থলে যাইতে বাধা দিবার জন্য পুলিশ মোতায়েন করিতে হইয়াছে। বিনা বিচারে আবদ্ধ বন্দী মুক্তির চীৎকার, বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও কর্ম্মচারিগণের স্ব স্ব খাদ্য পরিধেয় সংস্থানের পথ রুদ্ধ হইবার ভীতিজনক আর্ত্তনাদ সত্যসত্যই হরিষে বিষাদ সৃষ্টি করিয়াছিল।

এ কংগ্রেস যেন সেকালের লক্ষ লক্ষ বাহুর প্রীতির বন্ধনে ঘেরা কংগ্রেস নয়। পথে শান্ত্রী, টহল দিয়া চলিয়াছে, পুলিশ" বোঝাই ভ্যান গাড়ী, রাইফেল উঁচাইয়া চলিয়াছে সশস্ত্র বাহিনী। সমুদ্রের গর্জ্জন যেমন ঢাকিবার নয় বিক্ষুব্ধ জনতার কলেজা ফাটা চীৎকার ও গর্জ্জন রাইফেল উঁচাইয়া ঢাকা যায় কি?

জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা মহাশয়কেও বন্দীমুক্তির জন্য বিক্ষুব্ধ জনতার আগে আগে চলিতে হইয়াছিল। জনতার মধ্যে যে শিক্ষিত জনগণের অভাব ছিল, একথা বলা চলে না। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজহরলালজী প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালজী ডাঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে গঠিত নেতৃবৃন্দকে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিয়া তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের বিষয় বিবেচনা করিবার আশা দিয়াছেন। তবে একথাও বলিয়াছেন—যে যদি রাজ্য সরকার তাদের না ছাড়ে তবে কেন্দ্র-সরকারের কি হাত আছে?

কংগ্রেস মানেই জহরলালজী

মহাত্মা গান্ধী এই প্রকার সমারোহে যত বার কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন—আমাদের ফিলিপ্‌সের সার্কাস ভাঙ্গিল। বর্ত্তমানে ইহা সত্য সত্যই একটি প্রমোদ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সার্কাসে যেমন জন্তু-জানোয়ারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রিঙ-মাষ্টার থাকে, জহরলাল ঠিক সেই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। যে কোন প্রস্তাবক, যে কোন বক্তা বলিতে উঠেন, জহরলালজীকে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বা মাইকের পাশে গিয়া তাঁহার বক্তব্য শিখাইয়া দিতে হয়। তর্ক নাই, মতভেদ নাই। সব তাঁহার ইঙ্গিতে সাধিত হয়। টাকা লইয়া টিকিট কিনিয়া তামাসা দেখিতে যাওয়ার লোক এত জোটে যে এই অধিবেশনে শ্রীজহরলাল তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। যখন জাতীয় সঙ্গীত গান হইতেছে, তখন দর্শকগণ জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি একটুকুও সম্মান না দেখাইয়া হুল্লোড় করিয়া অধিবেশন পণ্ড করায় কংগ্রেসভক্তই জোটে বেশী। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে এই শ্রেণীর লোকেরাই কংগ্রেসকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিয়াছে। পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে স্বীকার করিয়াছেন যে অবাঙালী ও অহিন্দুরাই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করিয়াছে। ঠিক সার্কাসের রিঙ মাষ্টারের মত শ্রীজহরলালজীকে জোর গলায় ধমক দিয়া হৈ হুল্লোড় ঠাণ্ডা করিতে হইয়াছে।

পশ্চিম বাঙলায় ৫ বৎসরের দীর্ঘশ্বাস একত্রীভূত করিয়া প্রকৃতি যেন ঝঞ্চাবাত এবং অশ্রুবিন্দুকে বৃষ্টিতে পরিণত করিয়া সভাভঙ্গের সময় শাসকবৃন্দকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য

নার্সদের উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বঙ্গবালা মুখার্জ্জি এনডাউমেণ্ট ফাণ্ড"-এ চলতি বৎসরে এককালীন দান হিসাবে ৩০,০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৫২-৫৩ সনেও এই ফাণ্ডে ৫০,০০৲ টাকা দেওয়া হইবে।

কাপড়

মফঃস্বলে কাপড়ের অভাবের বহু খবর সরকারের কাছে আসিতেছে। বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসারে কাপড়ের পারমিট পাওয়ার পর মফঃস্বলে কাপড় পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হয়। এই অসুবিধা দুর করিবার জন্য কাপড় বিক্রীর উপর সব রকম নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া স্থির হইয়াছে। তবে নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে কাপড়ের যে দাম ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বেশী দামে কাপড় বিক্রী করা চলিবে না। এই ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই চালু করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নিম্নলিখিত কয়েকটী ক্ষেত্রে কেবল ইহার ব্যতিক্রম হইবে:

(১) যে সকল আমদানীকারী ও পাইকারী বিক্রেতাকে ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য ডিলারের কাছে কাপড় বিক্রি করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা এই আদেশ মানিয়া চলিবেন; কিন্তু পার-

মিটধারীরা যদি উপরোক্ত আদেশ বলবৎ থাকার সময়ের মধ্যে দাম না মিটাইয়া দেয়, তবে ডিলারেরা তাঁহাদের ইচ্ছামত লোকের কাছে কাপড় বিক্রি করিতে পারিবেন।

(২) আমদানীকারী ও পাইকারী বিক্রেতারা ডাইরেক্টর অব টেক্সটাইলস্ এর কাছে কাপড়ের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব দাখিল করিবেন। কলিকাতার ডিলারেরাও মফঃস্বলে যে কাপড় বিক্রি করা হইবে, তাহার বিবরণ ডাইরেক্টর অব টেক্সটাইলসকে জানাইবেন।

আশা করা যাইতেছে যে কাপড় বিক্রির নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কাপড় পাইতে আর অসুবিধা হইবে না। মফঃস্বলে তাড়াতাড়ি কাপড় পৌঁছাইতে পারার সুবিধার জন্য রাজ্যের একস্থান হইতে অন্যস্থানে কাপড় পাঠাইবার বিধিনিষেধও এই সঙ্গে তুলিয়া দেওয়া হইল।

পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত কাপড় কিনিবার জন্য রেশন কার্ড বা কাপড়ের কুপনের দরকার হইবে না।

স্মল সেভিংস

গত জানুয়ারী মাসে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩১৮০৭২৫৲ টাকার ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রি হইয়াছে।

আমের অবস্থা

এ বৎসর প্রায় গাছেই মুকুলের প্রাচুর্য্য দেখিয়া লোকে প্রচুর আম হইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল। ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগে দুই দিন সামান্য বৃষ্টি হইয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় প্রায় গাছের মুকুল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহারা মুকুল দেখিয়া উচ্চ মূল্যে বাগানের ফলকর ক্রয় করিয়াছে তাহারা একেবারে হতাশ হইয়াছে।

পরলোক গমন

রঘুনাথগঞ্জের অন্যতম ব্যবসায়ী শ্যামাপদ দত্ত মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী গত ৬ই চৈত্র বুধবার পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর হইতে নানাপ্রকার রোগশোকে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুপদ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও সংসারের কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিতেন। তাঁহার ন্যায় পাকা গৃহিণী আজকাল বিরল। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

গত ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চেয়ারম্যান ও ব্যবসায়ী ভোলানাথ প্রামাণিক মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসর হইতে ভগন্দর রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি বিধবা স্ত্রী ও কয়েকটী শিশুসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীর শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। আমরা এই বিয়োগ-কাতর পরিবারের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

পারিতোষিক বিতরণ

গত ২৩শে মার্চ্চ রবিবার জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সেখদীঘি জুনিয়র মাদ্রাসার পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভার প্রারম্ভে জোনাব বেরাসত মণ্ডল সাহেব জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। নির্ব্বাচিত পরিষদ সদস্য জোনাব লুৎফল হক সাহেব প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করেন। সভায় প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক সাহেব কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। ছাত্রগণের আবৃত্তি ও ক্রীড়াকৌতুক সুন্দর হইয়াছিল। জোনাব গোলাম মোস্তাফা সাহেব শিক্ষা সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও প্রধান অতিথির ভাষণের পর ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হয়। বিদায় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ অভিনয়

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে সাহায্যের জন্য স্থানীয় সবুজ সথার সদস্যগণ কর্ত্তৃক দুই রাত্রি "টিপু সুলতান" অভিনীত হইয়াছে। অভিনয়লব্ধ অর্থ ঐ বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। অভিনয় ভাল হইয়াছিল। উদ্যোক্তাগণের উদ্যম প্রশংসনীয়।

বসন্ত

রঘুনাথগঞ্জ সহরে বসন্ত রোগ আরম্ভ হইয়াছে। এখন হইতে প্রত্যেকের সাবধান হওয়া উচিত। প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার ও টিকা লওয়া সকলের কর্ত্তব্য। এই রোগ যাহাতে প্রসারলাভ না করে তৎপ্রতি বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ডাকাতি নিরোধক মোটর গাড়ী

১৩১ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রেলগাড়ীর দরজার বৈদ্যুতিক কৌশলের আবিষ্কারক) জানাইতেছেন যে, গত শুক্রবার অভিনব বৈদ্যুতিক কৌশল সম্বলিত একখানি ডাকাতি নিরোধক মোটর ভ্যান, পোদ্দার অটোমোবাইল হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কোষাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে দেখান হয়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এই মোটর গাড়ীর পরিকল্পনাটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। ডাকাত পড়িবামাত্রই এই গাড়ীর ইঞ্জিন স্বতঃই বিকল হইয়া যাইবে এবং অবিরত বৈদ্যুতিক বংশীধ্বনি হইতে থাকিবে। গাড়ীর চালক অথবা দ্বারোয়ান বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও ডাকাতি ব্যর্থ হইবে। গাড়ীখানি যখন একটি গ্যারেজে অথবা রাস্তার ধারে পড়িয়া থাকে, তখন কেহ ইহার দরজা অথবা ইঞ্জিনের ঢাকনি খুলিবামাত্র বৈদ্যুতিক বিপদধ্বনি হইতে থাকে। ইহার বৈদ্যুতিক খরচা অতি সামান্য, সেইজন্য গাড়ীর নিজস্ব ব্যাটারী হইতে ইহা চলে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে এপ্রিল ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৭১৩ খাং ডিঃ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় দিং দেং কালীপদ মিস্ত্রী দিং দাবি ১৪।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামপুর ৭৩ শতকের কাত ২॥০ আঃ ৫৲ খং ১৪২

৭১৪ খাং ডিঃ ঐ দেং খতিজা বেওয়া দাবি ১১।৵৩ থানা ঐ মৌজে শিবপুর ৫২½ শতকের কাত ৸০ আঃ ৫৲ খং ২৬৯

৭১৫ খাং ডিঃ ঐ দেং আবুল হোসেন খাঁ দিং দাবি ২৩/৩ মৌজাদি ঐ ৩১ শতকের কাত ২॥০ আঃ ১০৲ খং ২৬০

৭১৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩৵৩ মৌজাদি ঐ ৭৮ শতকের কাত ২॥১০ আঃ ১০৲ খং ৪৬৪

৫০৩ খাং ডিঃ প্রবোধকুমার নাথ দিং দেং গৌরীশঙ্কর সিংহ দিং দাবি ১২৭৸/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর রঘুনাথগঞ্জ ৮৫ শতকের কাত ২০৸৵০ আঃ ২৫৲ খং ৬২৪ রায়ত স্থিতিবান

৫৭৯ খাং ডিঃ বিবি সায়েরা খাতুন দেং জটুলাল দাস দাবি ১৮৸৵৯ থানা স্থতী মৌজে জেহেলীনগর ৯৩ শতকের কাত ৸৪ আঃ ৫৲ খং ১১

৬৭৬ খাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং রুস্তম আলী সেখ দিং দাবি ৯১।৬ থানা স্থতী মৌজে উমরাপুর ৬৬৫ শতকের কাত ২৪৸/৯ আঃ ৫০৲ খং ১৩৫২

৯৬ খাং ডিঃ কুণ্ডলার বড় তরফের কমন ম্যানেজার সরোজাক্ষ চট্টোপাধ্যায় দেং কুলেশ মণ্ডল দিং দাবি ২৯।৬ থানা স্থতী মৌজে লালুপুর ১৩ শতকের কাত ১॥/০ আঃ ৫৲ খং ৩৯

৬৮৭ খাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং শশিভূষণ মণ্ডল দিং দাবি ৬৭৷৶৬ থানা স্থতী মৌজে খিদিরপুর ১১৮৮ জমির কাত ১৩।২ নিজাংশে ২।৫ আঃ ১০৲

৬৮ মনি ডিঃ কোবাদ আলী সেখ দেং কাওসার খাঁ দাবি ১২৭/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৮ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০০৲ খং ১১৬৭

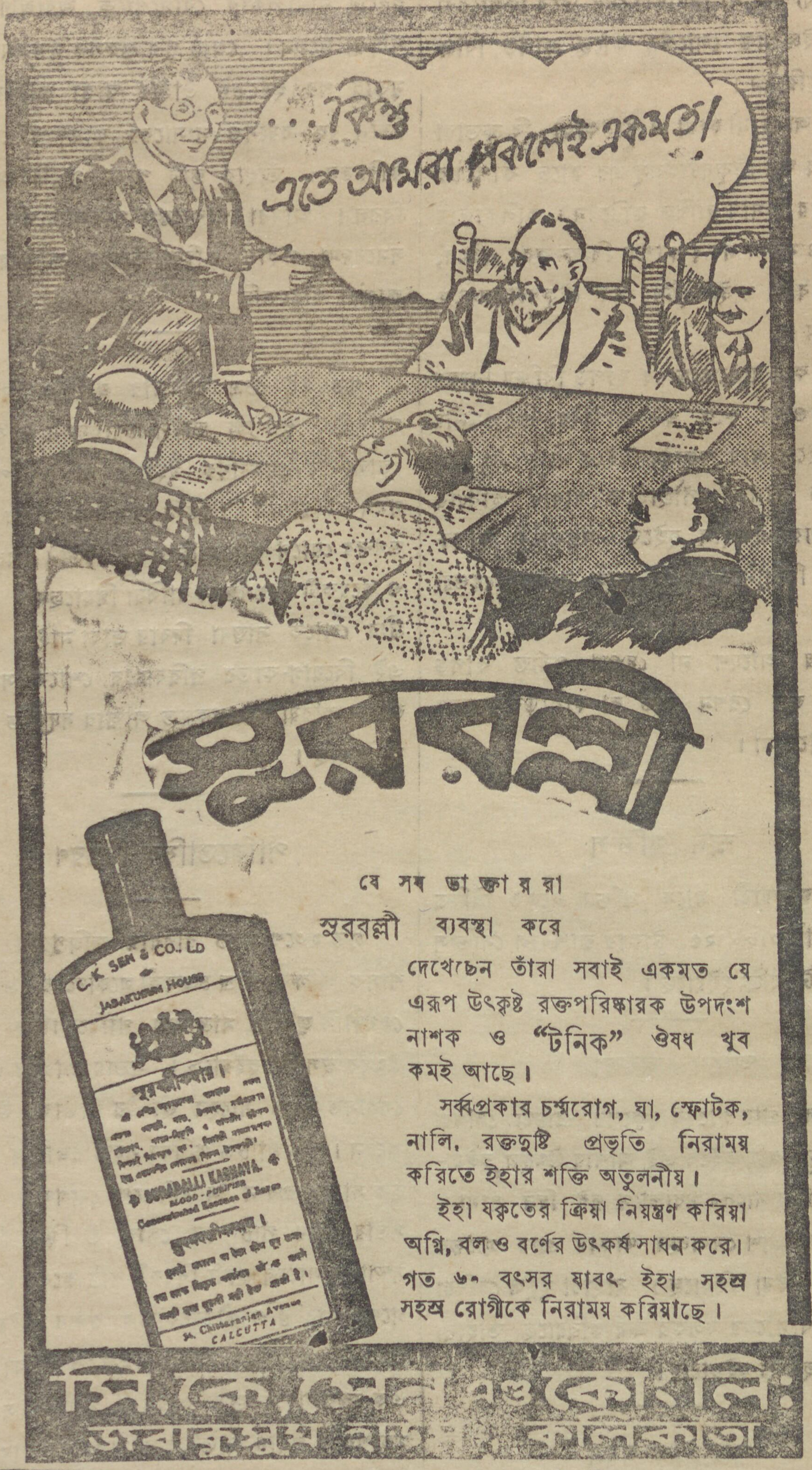

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত